# বার্ষিক প্রতিবেদন
## ২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

# বার্ষিক প্রতিবেদন
## ২০১৮-২০১৯

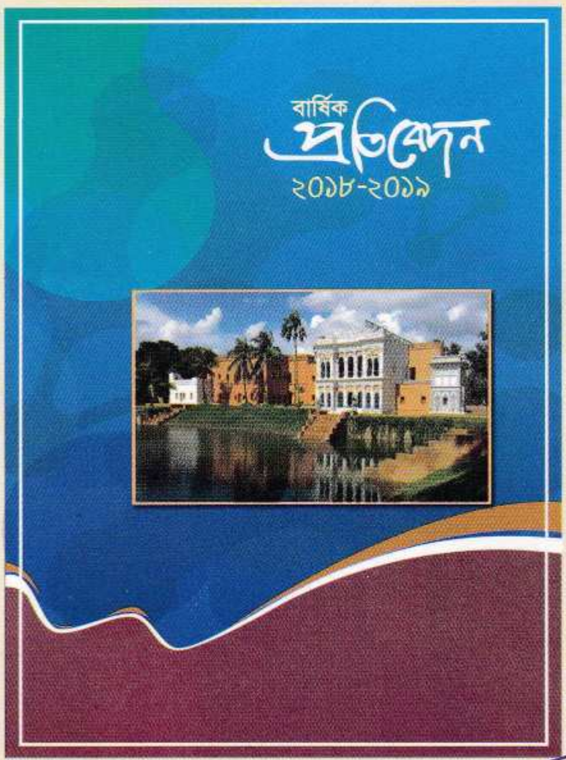


বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
গ্রন্থাগার
সংযোজন সংখ্যা
তাং
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

**বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন**
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**সম্পাদনা পরিষদ**

**ড. আহমেদ উল্লাহ**
পরিচালক - সম্পাদক

**মো: রবিউল ইসলাম**
উপপরিচালক-সদস্য

**মো: সাখাওয়াত হোসেন**
নিরাপত্তা অফিসার-সদস্য

**একেএম মুজ্জাম্মিল হক**
গাইড লেকচারার-সদস্য

**প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা**

**একেএম আজাদ সরকার**
ডিসপ্লে অফিসার

**আলোকচিত্র**

**মো: শফিকুর রহমান**
ফটোগ্রাফার

**প্রকাশকাল**

১৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

**প্রকাশক**

**বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন**
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফোন: ০৯৬০৪০০০৭৭৭
www.sonargaonmuseum.gov.bd

# সূচি

১. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ০৯
১.১ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ১০
১.২ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১০
১.৩ ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী ১০
১.৪ সাংগঠনিক কাঠামো ১১
১.৫ জনবল ১২
১.৬.ফাউন্ডেশনের আকর্ষণসমূহ ১২
১.৬.১ শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ১২
১.৬.২ ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি ১২
১.৬.৩ নয়নাভিরাম লেক ১৩
১.৬.৪ জামদানি পল্লী/কারুপল্লী ১৩
১.৬.৫ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৩
১.৬.৬ বৈশাখী উৎসব ও লোকমেলা ১৩

২. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রম ১৪
২.১ মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৯ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান ১৫
২.২ কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১৫
২.৩ কারুশিল্পী পদক প্রদান ১৫
২.৪ কারুশিল্পের জরিপ ও দলিলীকরণ ১৬
২.৫ গবেষণা ও প্রকাশনা ১৭
২.৬ নিদর্শন সংগ্রহ ১৭
২.৭ জনবল নিয়োগ ও অবসর গ্রহণ ১৮
২.৮ প্রশিক্ষণ ১৮
২.৯ আয়-ব্যয়ের হিসাব ১৯

৩. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ২০
৩.১ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ২১
৩.২ চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ২১
৩.৩ প্রস্তাবিত প্রকল্প ২১
৩.৪ কারুপণ্যের বাজারজাতকরণ ২২

৪. আলোকচিত্র ২৩

পরিশিষ্ট সমূহ
পরিশিষ্ট-ক: লোককারুশিল্প মেলা ২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীদের তালিকা ৩৬
পরিশিষ্ট-খ : লোকজ উৎসবের অনুষ্ঠানমালা ৩৭
পরিশিষ্ট-গ: অন্যান্য দিবস অনুষ্ঠান ৩৮
পরিশিষ্ট-ঘ: প্রশিক্ষণের তথ্য ৪০
পরিশিষ্ট-ঙ: পদক প্রাপ্ত কারুশিল্পীদের তালিকা ৪১
পরিশিষ্ট-চ: সংগৃহীত কারুশিল্প ৪২
পরিশিষ্ট-ছ: আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব ৪৩
পরিশিষ্ট-জ: চলমান প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য ৪৪

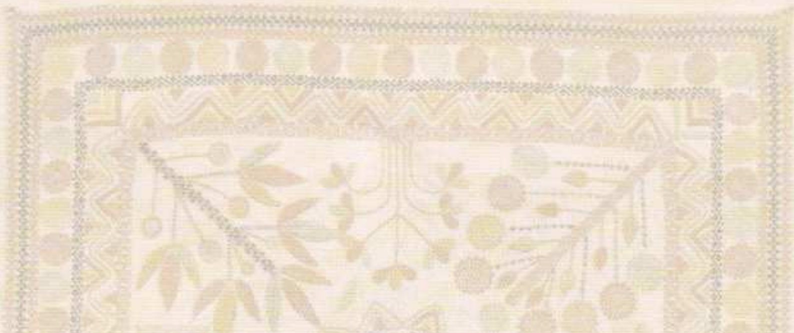

# মুখবন্ধ

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৪৫ বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কারুশিল্প ও কারুশিল্পীদের উন্নয়নে কাজ করছে।

একটি প্রতিষ্ঠানের এক বছরের কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে বার্ষিক কার্যক্রমের পাশাপাশি আগামী বছরগুলোতে ফাউন্ডেশনের কর্ম পরিকল্পনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পাশাপাশি এর বিভিন্ন অংশীজন যেমন কারুশিল্পী, সরকারি বিভিন্ন দপ্তর, কারুশিল্প বিষয়ক গবেষকদেরও প্রকাশনাটি কাজে লাগবে বলে আশা করছি।

পরিশেষে, সকলের সহযোগিতায় এ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন তথা বাংলাদেশের কারুশিল্প ও কারুশিল্পীর অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহত রাখার দৃপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

**ড. আহমেদ উল্লাহ**
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

# পরিচালনা বোর্ড

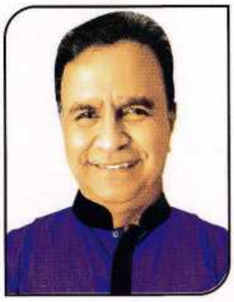

**কে এম খালিদ এমপি**
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

**বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন**
মাননীয় সংসদ-সদস্য

**লিয়াকত হোসেন খোকা**
মাননীয় সংসদ-সদস্য

**অসীম কুমার উকিল**
মাননীয় সংসদ-সদস্য

**ড. মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি**
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**মো: রিয়াজ আহম্মদ**
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

**মো: মোস্তাক হাসান এনডিসি**
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পো:

**রাম চন্দ্র দাস**
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

**হাবীবুল্লাহ সিরাজী**
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমি

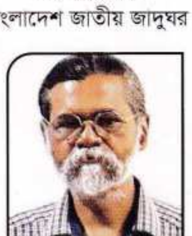

**অধ্যাপক নিসার হোসেন**
ডীন, চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**মোঃ জালাল উদ্দিন**
যুগ্মসচিব (রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

**সায়মা ইউনুস**
যুগ্মসচিব, অধিশাখা-৪
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**মো: জসিম উদ্দিন**
জেলা প্রশাসক
নারায়ণগঞ্জ

**শিল্পী হাশেম খান**
বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং
লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী

**চন্দ্র শেখর সাহা**
বিশিষ্ট লোক ও কারুশিল্প
অনুরাগী ও গবেষক

**মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল**
সভাপতি, বিএফইউজে এবং
লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী

**ড. আহমেদ উল্লাহ**
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
ও সদস্য-সচিব

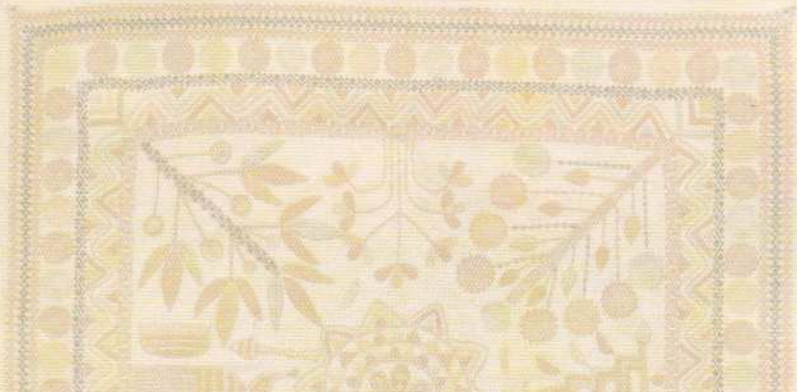

# ১.বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

## ১.১ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ যা প্রায় তিনশত বছর প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল। সুলতানি আমলের শাসকগণ, বারো ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ ও জগদ্বিখ্যাত মসলিনের স্মৃতিবিজড়িত সোনারগাঁও এদেশের লোকশিল্প ও লোকজ ঐতিহ্যের দিক থেকে ও বিকাশের ও সমৃদ্ধ স্থান। সোনারগাঁও এর ঝিনুকের কাজ, মুক্তার কাজ, কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া পুতুল নির্মাণ শৈলী ও বৈচিত্রের জন্য দেশে বিদেশে সমাদৃত।

এমন লোক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য মাটি ও মানুষের শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালে ১২ মার্চ তারিখের প্রজ্ঞাপন বলে সরকার রাজধানী ঢাকা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে সোনারগাঁও-এ 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সনের ৬ মে জাতীয় সংসদে "বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৮ নং আইন)" শিরোনামে আইন প্রণীত হয়। এ আইনের আওতায় ফাউন্ডেশনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

## ১.২ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

**রূপকল্প**

ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গঠন।

**অভিলক্ষ্য**

অনুসন্ধান,সংগ্রহ,গবেষণা ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের উৎকর্ষ সাধন ও প্রসার।

**উদ্দেশ্য**

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, পুনরুজ্জীবন ও গবেষণা।

## ১.৩ ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী

ক) ঐতিহাসিক লোক ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ করা

খ) কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা

ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁয়ে একটি শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা

ঙ) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা এবং গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যাদির প্রকাশনার ব্যবস্থা করা

চ) লোক ও কারুশিল্পের নির্দশনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পে উৎসাহ প্রদান

ছ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

জ) লোক ও কারুশিল্পের গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা

ঝ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন এবং তৎসম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান

ঞ) বিদেশি ও আন্তর্জাতিক লোক ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত একই বিষয়ে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা

## ১.৪ সাংগঠনিক কাঠামো

**বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন**
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

### কার্যতালিকা:

১. ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবন।
২. লোক ও কারুশিল্পের বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা। গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যাদির প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।
৩. মেলা, প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পের বিষয়ে প্রচার, প্রসার ও সচেতনা বৃদ্ধি।
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের উৎকর্ষ সাধন, প্রসার।
৫. লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান।
৬. লোক ও কারুশিল্পের উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

**পরিচালক** — **পদসংখ্যা = ৫৫ জন**

**১ X পরিচালক**
১ X ষাটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর (পিএ)
০+১X অফিস সহায়ক

**উপপরিচালক**

**১ X উপপরিচালক**
১ X অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ X অফিস সহায়ক

**কনজারভেশন অফিসার**
**কনজারভেশন শাখা**

০+১X **কনজারভেশন অফিসার**
০+১X ল্যাবরেটরি সহকারী

**গবেষণা অফিসার**
**গবেষণা শাখা**

১X **গবেষণা অফিসার**
১X রেজিস্ট্রেশন অফিসার
১X সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

**ডিসপ্লে অফিসার**
**ডিসপ্লে শাখা**

১X **ডিসপ্লে অফিসার**
২X গাইড লেকচারার
১X ফটোগ্রাফার
১X কার্পেন্টার
৮+১X মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ট

**উপসহকারী প্রকৌশলী**
**প্রকৌশল শাখা**

১X উপসহকারী প্রকৌশলী
১X ইলেক্ট্রিশিয়ান

**নিরাপত্তা অফিসার**
**নিরাপত্তা শাখা**

১X নিরাপত্তা অফিসার
১০X নিরাপত্তা প্রহরী

**হিসাব শাখা**

১X প্রধান অফিস সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক
১X হিসাব সহকারী
১X অফিস সহায়ক

**প্রশাসন শাখা**

১X উচ্চমান সহকারী
১X তত্ত্বাবধায়ক
১Xস্টোরকিপার
১X অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
০+১ অভ্যার্থনাকারী
১+১ ড্রাইভার
২+১ মালী
১X অফিস সহায়ক
২+১ পরিচ্ছন্নতাকর্মী

### জনবলের সারসংক্ষেপ

| ক্র:নং: | পদের নাম | গ্রেড | এনাম কমিটির অনুমোদিত পদ | জিও জারির প্রেক্ষিতে সৃষ্ট স্থায়ী পদ | মোট পদ |
|---|---|---|---|---|---|
| | পরিচালক | ৫ম | ১ | - | ১ |
| | উপপরিচালক | ৬ষ্ঠ | ১ | - | ১ |
| | ডিসপ্লে অফিসার/ কনজারভেশন অফিসার/ গবেষণা অফিসার / সহকারী পরিচালক | ৯ম | ২ | ১ | ৩ |
| | ১ম শ্রেনির সর্বমোট = | | ৪ | ১ | ৫ |
| | রেজিস্ট্রেশন অফিসার/নিরাপত্তা অফিসার/উপসহকারী প্রকৌশলী | ১০ ম | ৩ | - | ৩ |
| | ২য় শ্রেনির সর্বমোট = | | ৩ | - | ৩ |
| | স্টেনোগ্রফার(পিএ)/ সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার/ গাইড লেকচারার/ ফটোগ্রাফার | ১১তম | ৫ | - | ৫ |
| | প্রধান অফিস সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক | ১৩তম | ১ | - | ১ |
| | উচ্চমান সহকারী/হিসাব সহকারী/স্টোর কিপার/তত্ত্বাবধায়ক | ১৪তম | ৪ | - | ৪ |
| | ড্রাইভার | ১৫তম | - | ১ | ১ |
| | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ অভ্যার্থনাকারী/ ইলেক্ট্রিশিয়ান/ ছুতার মিস্ত্রি/ ড্রাইভার | ১৬তম | ৫ | ১ | ৬ |
| | ল্যাবরেটরি সহকারী | ১৮তম | - | ১ | ১ |
| | ৩য় শ্রেনির সর্বমোট = | | ১৫ | ৩ | ১৮ |
| | মিউজিয়াম এটেনডেন্ট | ১৯তম | ৮ | ১ | ৯ |
| | গার্ডেনার/মালী/গার্ড/অফিস সহায়ক/পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ২০তম | ১৭ | ৩ | ২০ |
| | ৪র্থ শ্রেনির সর্বমোট = | | ২৫ | ৪ | ২৯ |
| | সর্বমোট= | | ৪৭ | ৮ | ৫৫ |

### গাড়ী এবং যন্ত্রপাতির প্রাধিকার

| ক্র:নং | যানবাহন/যন্ত্রপাতির নাম | অনুমোদিত সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | মাইক্রোবাস | ১ |

এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পদ-৪৭ টি (কালো কালিতে)
মন্ত্রণালয়ের জিও জারির প্রেক্ষিতে সৃজিত স্থায়ী পদ-৮টি (সবুজ কালিতে)

## ১.৫ জনবল

| ধরণ | সংখ্যা |
|---|---|
| অনুমোদিত মোট পদ | ৭৫ |
| রাজস্বখাতে স্থায়ী পদ | ৫৫ |
| রাজস্বখাতে নবসৃজিত অস্থায়ী পদ | ২০ |

| গ্রেড অনুযায়ী পদ বিন্যাস | |
|---|---|
| ৬ষ্ঠ -৯ম গ্রেড | ৬ |
| ১০ম গ্রেড | ৩ |
| ১১তম-১৮তম গ্রেড | ২৩ |
| ১৯তম-২০তম গ্রেড(একটি পদ অস্থায়ী) | ৪৩ |
| **কর্মরত কর্মচারী** | |
| পুরুষ | ৫৬ |
| মহিলা | ৪ |
| মোট | ৬০ |
| শুন্য পদসংখ্যা | ১৫ |

## ১.৬ ফাউন্ডেশনের আকর্ষণসমূহ

### ১.৬.১ শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন । তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। এই মহান শিল্পী ১৯৭৬ সালের ২৮ মে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর অসাধারণ শিল্পমানসিকতা ও স্বপ্নময় কল্পনাশক্তির জন্য তিনি শিল্পাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার আন্দোলনে তিনি নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করেছিলেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯ অক্টোবর ১৯৯৬ সালে ফাউন্ডেশন নতুন জাদুঘরটি শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর নামে নামকরণ করে। এ জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাদুঘরে ৩টি প্রদর্শনী গ্যালারি আছে।

- নিপুণ কাঠখোদাই গ্যালারি ও শুভেচ্ছা স্মারক বিপণি
- জামদানি, টেরাকোটা ও নকশিকাঁথা গ্যালারি
- তামা কাঁসা, পিতল ও লোক অলংকার গ্যালারি

### ১.৬.২ ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি

বড় সরদারবাড়ি বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক স্থাপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান করপোরেশনের অর্থায়নে ঐতিহাসিক এ স্থাপনাটির রেস্টোরেশন কাজ বাস্তবায়িত হয়। সরদারবাড়ির আয়তন ২৭,৪০০ বর্গফুট। এ ভবনে মোট ৮৫টি কক্ষ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১ নভেম্বর ২০১৮খ্রি. তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বড় সরদারবাড়ি ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে বড় সরদারবাড়ি দেশি-বিদেশি পর্যটকগণের জন্য উন্মুক্ত। এটি পরিদর্শনের জন্য পৃথক টিকিটের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশি দর্শনার্থীর জন্য টিকিটের মূল্য একশত টাকা এবং বিদেশি পর্যটকের জন্য টিকিটের মূল্য দুইশত টাকা।

### ১.৬.৩ নয়নাভিরাম লেক

ফাউন্ডেশনের ১৭০ বিঘা আয়তনের অঙ্গন মনোমুগ্ধকর সবুজ চত্বর। এর বিস্তৃত জায়গায় রয়েছে দৃষ্টিনন্দন লেক। প্রায় পঞ্চাশ ষাট বিঘা আয়তনের দৃষ্টিনন্দন লেকে নৌকায় ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে । লেকের বিস্তৃত জলাভূমিতে বড়শিতে মাছ শিকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

### ১.৬.৪ জামদানি পল্লী/ কারুপল্লী

ফাউন্ডেশনের তৃতীয় গেইট সংলগ্ন মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে নির্মিত হয়েছে এ কারুপল্লীর বিপণন স্টল। এখানে বিভিন্ন ফুলের নামে ৪৮টি স্টল আছে। স্টলগুলোতে কারুশিল্পীরা সরাসরি তাদের প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন সামগ্রী যেমন জামদানি, নকশিকাঁথা, শীতলপাটি, কাঠের পুতুল, মাটির ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র সুলভে বিক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে।

### ১.৬.৫ লোককারু শিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব

দেশীয় সংস্কৃতির উজ্জীবন ও প্রসারে ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্মযজ্ঞ মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন । বাংলার প্রাচীন রাজধানী ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ের প্রাণকেন্দ্র ফাউন্ডেশন আয়োজিত মেলায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অবহেলিত প্রথিতযশা কারুশিল্পীগণ জীবন জীবিকার প্রয়োজনে তাঁদের নিজ নিজ পেশার বিভিন্ন শ্রেনির লোক ও কারুশিল্পের পসরা সাজান। প্রবহমান পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতির উপাদানের সাথে পরিচিত করার প্রয়াসে এবং ঐতিহ্যবাহী লোক সংগীত, বাঙালি সংস্কৃতি লালন, কারুশিল্পীদের সৃষ্টিশীল কর্মের উপস্থাপন ও প্রচার প্রসারের পাশাপাশি দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে এই মেলার আয়োজন। একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী এই মেলা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। মেলা ও লোকজ উৎসবে লোক ও কারুশিল্প পণ্য সামগ্রীর ব্যাপক সমারোহ ঘটে । লোক ও কারুশিল্পকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করার প্রয়াসে মেলায় দেশের প্রত্যন্ত এলাকার কারুশিল্পীরা স্বচ্ছন্দে তাদের পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের সুবর্ণ সুযোগ পান। এতে কারুশিল্পের বাজার সম্প্রসারিত হয়।

### ১..৬.৬ বৈশাখী উৎসব ও লোকমেলা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীগণ ফাউন্ডেশনের বর্ণাঢ্য বর্ষবরণের আনন্দযজ্ঞ উপভোগ করেন। এ উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী বসে বৈশাখী মেলা। লোকশিল্পের বিকাশ ও প্রসারে প্রতিবছর ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মাসব্যাপী লোক কারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয় । এ ধরনের উৎসব সাম্প্রদায়িকতা, কূপমণ্ডকতা, কুসংস্কার এবং জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার পাশাপাশি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সাহায্য করছে। ফাউন্ডেশন আয়োজিত অন্যান্য অনুষ্ঠানের তথ্য পরিশিষ্ট - খ তে দ্রষ্টব্য

# ২. ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

## ২.১ লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৯ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান

বিগত ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত (২ মাঘ ১৪২৫ থেকে ০৩ ফাল্গুন ১৪২৫) অনুষ্ঠিত হয় মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও বিজয়ের লোকজ উৎসব ২০১৯।

ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চে ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও বিজয়ের লোকজ উৎসব ২০১৯ এর শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক জনাব রবীন্দ্র গোপ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মো. খোরশেদ আলম, সোনারগাঁ উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম ভূঁইয়া, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহফুজুর রহমান কালাম, মুক্তিযুদ্ধ কমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি জনাব সোহেল রানা প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্য শিল্পী আনিসা, সমীর বাউল, স্নিগ্ধা রীতা, এসএ আকাশ, প্রাপ্তি, স্বর্ণা, আইনাল হক বাউল ও তার দল এবং জয়নুল পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ। এছাড়া ফাউন্ডেশন আয়োজিত গ্রামীণ খেলা ও লোকজীবন প্রদর্শনীতে সোনারগাঁ জি.আর.ইনস্টিটিউশনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ কনে দেখা, গায়ে হলুদ, পালকিতে বরযাত্রা, জামাইকে পিঠা খাওয়ানো, গ্রাম্য শালিশ শীর্ষক লোকজীবন প্রদর্শনী এবং বৌচি, এলাডিং বেলাডিং, ওপেনটি বায়স্কোপ, রুমাল চুরি খেলায় অংশগ্রহণ করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৯ উপলক্ষে হস্তশিল্পের ৪৮টি, পোশাকের ৩৩টি, স্টেশনারি ও কসমেটিক্স ৩০টি, খাবার ও চটপটি ১০টি, মিষ্টির স্টল ১০ টি এবং কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে ৬০ জন শিল্পীর ৩০টি স্টল বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

মেলায় অংশগ্রহণকারী কারুশিল্পীদের তালিকা-পরিশিষ্ট-ক'তে দ্রষ্টব্য
লোকজ উৎসবের অনুষ্ঠানমালা পরিশিষ্ট-খ'তে দ্রষ্টব্য
অন্যান্য অনুষ্ঠানের বিবরণ পরিশিষ্ট-গ তে দ্রষ্টব্য

## ২.২ কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

এদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনই এ ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়েনের ক্ষেত্রে কারুশিল্পীর প্রশিক্ষণ একটি অন্যতম কর্মসূচি।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক কারুশিল্পীদের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান এবং তাঁদের আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুশিল্পীরাই অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণ করছে। তাঁরা সৃষ্টি করছে কালজয়ী শিল্পকর্ম। পল্লী অঞ্চলের কারুশিল্পীদের উৎপাদন শৈলীর সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের প্রত্যয়ে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচি আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে সমুজ্জল করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

এরই অংশ হিসেবে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজশাহীজেলার পবা উপজেলায় চিত্রিত পুতুল, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের নকশি হাত পাখা, পাটজাত শিল্প ও নকশিকাঁথা, জয়পুরহাট জেলার টেপা পুতুল শিল্প, চট্টগ্রাম জেলার তালপাতার হাতপাখা শিল্প এবং বান্দরবান জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোমর তাঁতশিল্পের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা পরিশিষ্ট ঘ'তে দ্রষ্টব্য

## ২.৩ লোক ও কারুশিল্পী পদক প্রদান

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোক সংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং এ বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আমাদের লোক-লোকালয়ের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ লোকশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন নতুন প্রজন্মের

কাছে দেশীয় ঐতিহ্য ও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। কারুশিল্পীদের কারুপণ্য তৈরিতে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের অন্যতম কার্যক্রম কারুশিল্পী পদক প্রদান। ২০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফাউন্ডেশন এই কর্মসূচি পালন করে আসছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত লোক ও কারুশিল্পীদের পদক প্রদান করা হয়:

(১) তালপাতার হাতপাখা কারুশিল্পে চট্টগ্রাম জেলার মরণোত্তর পদক প্রাপ্ত শিল্পী জনাব আবুল কালাম

(২) রাজশাহী জেলার মুখোশ কারুশিল্পী শ্রী সুবোধ কুমার পাল

(৩) নারায়ণগঞ্জ জেলার মরণোত্তর নকশি হাতপাখার কারুশিল্পী শ্রীমতি সুচিত্রা রানী সূত্রধর

(৪) চট্টগ্রাম জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বস্ত্রশিল্পে থুই চাং ম্রা খেয়াং

পদকপ্রাপ্ত লোক ও কারুশিল্পীদের প্রত্যেককে এক ভরি ওজনের একটি স্বর্ণ পদক, নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। ২০১০ খ্রি. থেকে ২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত সর্বমোট ১৬ জন সম্মানিত কারুশিল্পীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে (প্রদকপ্রাপ্ত লোক ও কারুশিল্পীদের তালিকা পরিশিষ্ট ঙ তে দ্রষ্টাব্য

## ২.৪ কারুশিল্পের জরিপ ও দলিলীকরণ

১৯৯৮ এর আইন অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুশিল্পী ও শিল্পকর্মের জরিপ ও দলিলীকরণ কাজ পরিচালনা করা। এর অংশ হিসেবে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কুমিল্লার সদর, দক্ষিণ চান্দিনা ও দাউদকান্দি উপজেলায় জরিপ কাজ পরিচালিত হয়। এ জন্য ফাউন্ডেশেনের পক্ষ থেকে দু'জন খণ্ডকালীন জরিপকারী নিয়োগ প্রদান করা হয়। উল্লিখিত স্থানে জরিপকারীগণ জরিপ ও দলিলীকরণ কাজ পরিচালনা করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

"কুমিল্লার কারুশিল্প সমৃদ্ধ তিনটি উপজেলা-সদর দক্ষিণ, চান্দিনা ও দাউদকান্দি। এ অঞ্চলের কারুপণ্যে শিল্পীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় লালিত হচ্ছে। এ তিনটি উপজেলায় প্রায় সব ধরনের কারুশিল্প বিদ্যমান। তবে সবচেয়ে বেশি অনুশীলন হচ্ছে মৃৎশিল্পের। এ শিল্পের কাজের তৎপরতা ও গতি ব্যাপক। যেমন কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার বিজয়পুরের মৃৎশিল্প বাংলার সবচেয়ে বড় মৃৎপল্লী বলা যেতে পারে। এখানকার বেশকটা গ্রামে নানা ধরনের মাটির কাজ হচ্ছে। বাংলাদেশের অন্য কোথায়ও এতো মৃৎশিল্পী একত্রে চোখে পড়ে না। বিজয়পুরের মৃৎশিল্পীরা অনেকেই সমবায় সমিতির মাধ্যমে মাটির কাজ করেন। তাদের একটি সংগঠনও বিদ্যমান। অন্যদিকে অনেকে স্বাধীনভাবে কাজ করেন ।

তাদের মৃৎশিল্পে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাদের কাজে নান্দনিকতা রয়েছে। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী দইয়ের হাঁড়ি, মুড়ি ভাজার ঝাঁঝর, ভাত খাওয়ার সানকি, গামলা, ফুলদানি, ফুলের টপ, গৃহসজ্জার নানা রকম শোপিচ। এছাড়া দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য প্লেট ডিনার সেট, কাপ, প্রিজ, পেয়ালা, নানা আকারের মাটির পুতুল। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো এই এলাকাতেই কারুশিল্পীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী মৃৎকারুশিল্প তৈরির পাশাপাশি টেরাকোটা নির্মাণ করছেন। তাদের টেরাকোটা আধুনিক চারুকলার শিল্পীদের মত ভালভাবে নির্মিত না হলেও একেবারে খারাপ নয়। অনেকটাই ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা বলা যেতে পারে। বিজয়পুরের শিল্পীদের টেরাকোটা হিন্দু পুরাণ ও গ্রাম বাংলার লোক পুঁথির উপর নির্মিত হলেও গ্রাহকরা এখান থেকে পছন্দমত টেরাকোটা তৈরি করিয়ে নিতে পারেন।

এই অঞ্চলের কারুশিল্পীদের আরও একটি চমৎকার কাজ তাদের মেয়েদের মাটির তৈরি টেপাপুতুল। যে পুতুলে লক্ষ্য করা যায় লোকজ বাংলার মোটিফ। গ্রাম বাংলার নব-বধু, তাদের বিয়ে, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার লোকগাথা কাহিনী। এই টেপা পুতুলের চাহিদা দেশ জুড়ে। দেশের বাইরেও এর চাহিদা ব্যাপক। বাংলাদেশের চিরাচরিত মূল কারুশিল্পের নির্মাণ কৌশলে ভিন্ন মাত্রা লক্ষ্য করা যায়।

কুমিল্লা সদর, দক্ষিণ উপজেলার পাশাপাশি চান্দিনা উপজেলাতেও মৃৎশিল্পের ব্যাপক অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এখানকার মৃৎ পণ্যের মধ্যে রয়েছে মাটির কলস, গরুর পানি খাওয়ার চারি, হাঁড়ি-পাতিল, সড়া ইত্যাদি। তবে, নানা নকশার খেলনা পুতুল, নৌকা, পাখা, খেলনা শীতলপাটি, নানা রকম পশুপাখির মূর্তিও চোখে পড়ে। বিশেষ করে হিন্দু পূজায় ব্যবহৃত দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ দেখা

যায়। ভারতসহ দেশের প্রায় এলাকাতেও এই মূর্তির চাহিদা রয়েছে। এছাড়া আরো তৈরি করা হয় মাটির ওয়াল টপসহ পিদিম।

কুমিল্লা সদর, দক্ষিণ ও চান্দিনা উপজেলার মৃৎপণ্য ঢাকা শহরে নানা স্থানে বিক্রি করতে দেখা যায়। অন্যদিকে দাউদকান্দি উপজেলায় মাটির কারুশিল্প ব্যাপকভাবে বিকশিত না হলেও বাঁশের কাজ হয়ে থাকে। এখানকার কাজের মধ্যে রয়েছে মাছ ধরার চাঁই, দোয়াইর, পলো ইত্যাদি। এছাড়া আরো তৈরি হয় ঝাড়, মাথাইল এবং ঘর সাজানোর বিভিন্ন শো-পিচ সামগ্রী। বিশেষ করে মাছ ধরার চাঁই ও পলো দেশের সর্বত্র সরবরাহ করা হয়। চাঁই তৈরির প্রধান উপকরণ বাঁশ। তারা এই বাঁশ চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ জেলা হতে সংগ্রহ করেন। তবে কিছু বাঁশ নিজেদের এলাকাতেও সংগ্রহ করা যায়। বর্ষাকালে বাঁশের কারুশিল্প বিক্রি হয়। কারুশিল্পীরা সারা বছরই এই বাঁশ শিল্প তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন।

এ এলাকার কারুশিল্পের মধ্যে আরও রয়েছে দাঁত খিলান এখানকার দাঁত খিলান কেবল দেশে নয়, বিদেশেও রফতানি হচ্ছে। এক সময় এর ব্যাপক উৎপাদন ও চাহিদা থাকলেও বর্তমানে চায়না দাঁত খিলান অবৈধভাবে আমদানি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দাউদকান্দির এই দাঁত খিলান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জরুরিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এ দাঁত খিলান কারুশিল্পকে বাঁচানো যাবে। কুমিল্লাসহ তিনটি উপজেলার এ সকল কারুশিল্পীরা তাদের কাজের মূল্য পান না। তারা যথাযথভাবে কারুপণ্য বিক্রয় করতে পারে না। তাদের কারুশিল্প বিক্রয় করার জন্য স্থায়ী বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। দেশের প্রধান প্রধান আর্ট গ্যালারি ও জেলা পর্যায়ে কারুশিল্পীদের কারুপণ্যের মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। বর্তমান কারুপণ্যের কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে কারুশিল্পীদের অনেক সমস্যা হচ্ছে। তাই তাদের আর্থিক অনুদানসহ সহজ শর্তে ঋণ দেয়া যেতে পারে। এখানকার কারুশিল্পীদের কিছুটা সামাজিক নিরাপত্তার অভাবও লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে কারুশিল্পীদের ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। উল্লিখিত অঞ্চলের কারুশিল্প ও শিল্পীকে স্ব স্ব পেশায় নিয়োজিত রাখার বিষয়ে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

## ২.৫ গবেষণা ও প্রকাশনা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের গবেষণা-প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প, লোক-সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অন্যান্য বিষয়ের উপর গবেষণা প্রকাশনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। ধারাবাহিক এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রকাশনার সংখ্যা ৮৩টি। এর মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ নিম্নরুপ:

- স্মরণিকা: লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৯
  সম্পাদক: রবীন্দ্র গোপ
  প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৯
- ভালোবাসার তামা কাঁসা পিতল
  লেখক: সাগর অনন্ত
  প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৯
- মানবতার মা শেখ হাসিনা
  সম্পাদক: রবীন্দ্র গোপ
  প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৯
- তুমিইতো বাংলাদেশ শেখ হাসিনা
  সম্পাদক: রবীন্দ্র গোপ
  প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৯

## ২.৬ নিদর্শন সংগ্রহ

ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরে প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রতিবছর নিদর্শন দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪৬টি লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত নির্দশনের তালিকা পরিশিষ্ট চ তে দ্রষ্টব্য।

## ২.৭ জনবল নিয়োগ ও অবসর গ্রহণ

নিয়োগ প্রাপ্ত জনবল

| ক্রমিক | নাম | পদবী | তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ | জনাব মো: রানা মিয়া | গার্ড | ০১.০১.২০১৯ |
| ২ | জনাব রবি চন্দ্র | সুইপার | ০১.০১.২০১৯ |
| ৩ | জনাব মিজানুর রহমান | মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ট | ০৪.০১.২০১৯ |
| ৪ | জনাব তিতলী রানী হরিজন | সুইপার | ১৬.০৪.২০১৯ |
| ৫ | জনাব আপেল মাহমুদ | মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ট | ১৯.০৪.২০১৯ |
| ৬ | জনাব সবি শংকর চাকমা | অফিস সহায়ক | ১৯.০৪.২০১৯ |

অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী

| ক্রমিক | নাম | পদবী | পি আর এল এর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ | জনাব মো: আব্দুস সাত্তার | গার্ড | ০৩.০৪.২০১৯ |
| ২ | জনাব মো: রফিকুর রহমান | একান্ত সহকারী | ০১.০৬.২০১৯ |
| ৩ | জনাব আ: রশিদ | ড্রাইভার | ০১.০৬.২০১৯ |

## ২.৮ প্রশিক্ষণ

অভ্যন্তরীণ

| ক্রমিক | প্রশিক্ষণের বিষয় | তারিখ | অংশ গ্রহণকারীর নাম ও পদবী | সময়কাল | প্রশিক্ষণ স্থান |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণ | ১৯ মে ২০১৮খ্রি: | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীগণ | দিনব্যাপী | ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষ |
| ২ | টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা | ১৯ মে ২০১৮খ্রি: | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীগণ | দিনব্যাপী | ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষ |
| ৩ | ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ বিষয়ক | ১৩ ও ১৪ আগস্ট ২০১৮খ্রি: | আশরাফুল আলম নয়ন তত্ত্বাবধায়ক | দুদিনব্যাপী | বাংলা একাডেমি ঢাকা |
| ৪ | ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি: | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীগণ | দিনব্যাপী | ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষ |
| ৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয়ক সফটওয়্যার (এপিএএমএস) | ২৩ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি: | মো: রবিউল ইসলাম উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আশরাফুল আলম নয়ন তত্ত্বাবধায়ক | দিনব্যাপী | লোক-প্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র , বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা |
| ৬ | টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা | ০৯ মার্চ ২০১৯ খ্রি: | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীগণ | দিনব্যাপী | ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ |
| ৭ | সরকারি কর্মচারী শুদ্ধাচার (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা | ০৬ এপ্রিল ২০১৯খ্রি: | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীগণ | দিনব্যাপী | ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ |
| ৮ | দাপ্তরিক কাজে আইসিটি বিষয়ে | ২০ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি: | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীগণ | দিনব্যাপী | ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ |
| ৯ | দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবন ও সিটিজেন চার্টার বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা | ০৭ মে ২০১৯ খ্রি: | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীগণ | দিনব্যাপী | ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ |
| ১০ | সম্পদ ব্যবস্থপনা ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা | ১১ মে ২০১৯ খ্রি: | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীগণ | দিনব্যাপী | ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ |

বৈদেশিক

| ক্র:নং | প্রশিক্ষণের বিষয় | তারিখ | অংশগ্রহণকারীর নাম ও পদবী | সময়কাল | ভেন্যু |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | 11th International Arts & Crafts (INAC) | (১৭-২৩ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি.) | মো: রবিউল ইসলাম উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)<br>একেএম আজাদ সরকার ডিসপ্লে অফিসার<br>মো: ইয়ামিন খান রেজিস্ট্রেশন অফিসার | ৭ দিনব্যাপী | নাইজেরিয়া |
| ২ | ইনোভেশন প্রশিক্ষণ কোর্স (AIT) | (০১--০৭ জুন ২০১৯ খ্রি.) | একেএম আজাদ সরকার ডিসপ্লে অফিসার | ৭ দিনব্যাপী | থাইল্যান্ড |

## ২.৯ আয়-ব্যয়ের হিসাব

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের সর্বমোট বাজেট প্রাক্কলন ছিল ৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত আয় হয় ৩ কোটি ২৩ লক্ষ। উক্ত অর্থ বছরে সর্বমোট ব্যয় হয় ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ। আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসার পরিশিষ্ট-ছ তে দ্রষ্টব্য।

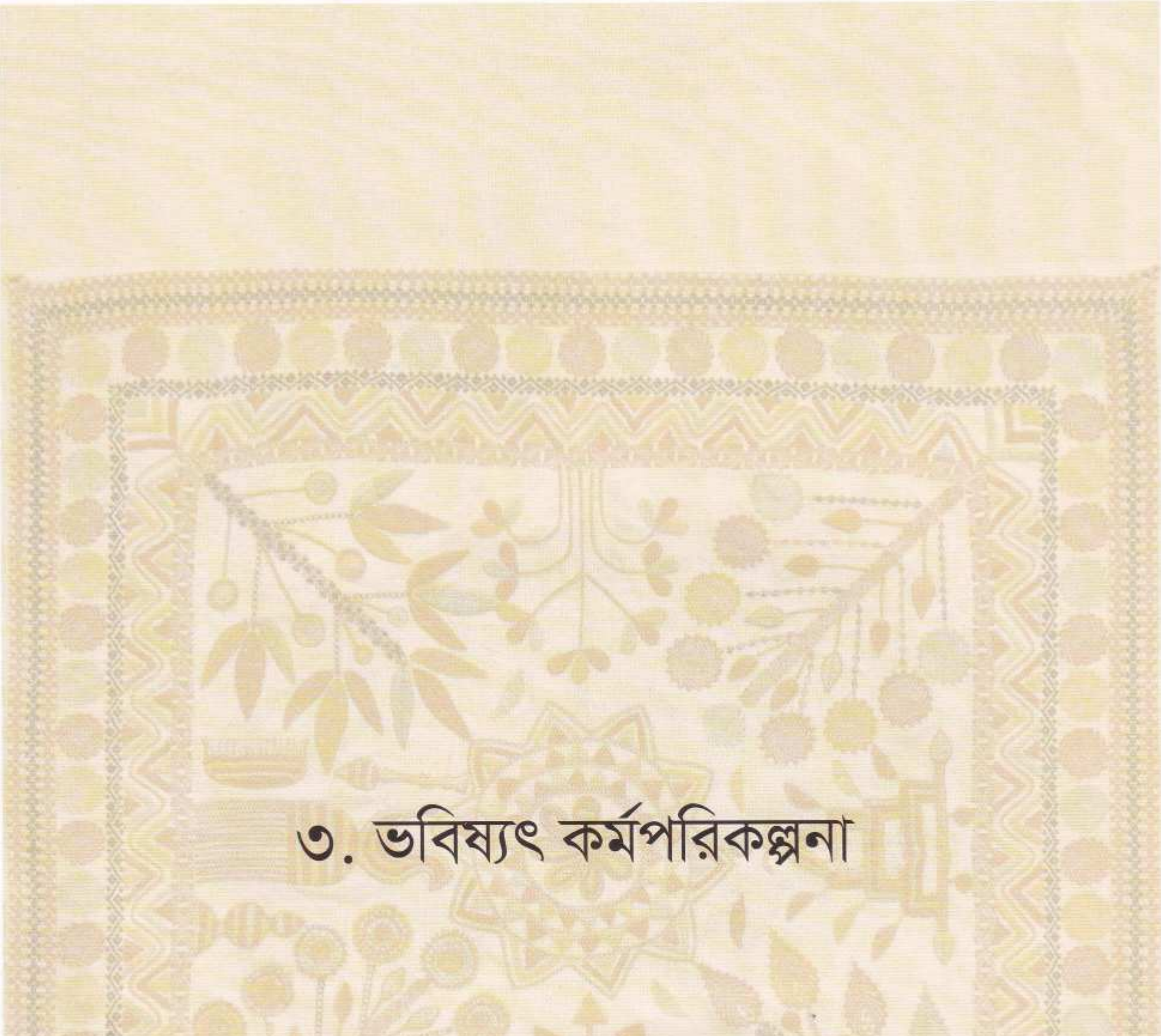

# ৩. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

## ৩.১ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশনে আগত দর্শকদের সুবিধা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত উদ্যোগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

### ভার্চুয়াল গাইড অ্যাসিসট্যান্ট

ফাউন্ডেশন আগত দর্শনার্থীগণকে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে নেভিগেশন ম্যাপস, ভয়েস অ্যাসিসট্যান্ট, ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর, বারকোড ইত্যাদি ইন্টিগ্রেটেড প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইন ভিত্তিক ভর্চুয়াল গাইড সেবা প্রদান করা হবে।

### ভার্চুয়াল গ্যালারি

বাঙালির ইতিহাস- ঐতিহ্যের দিনর্শনকে পুরো দেশ ও দেশের বাইরে তুলে ধরার লক্ষ্যে জাদুঘরের গ্যালারিতে প্রদর্শিত সব নির্দশনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নির্দশনের বর্ণনাও ত্রিমাত্রিক আলোকচিত্র দিয়ে সাজানো অনলাইন ওয়েবভিত্তিক ভার্চুয়াল গ্যালারি তৈরি করা হবে ।

### ওয়াইফাই জোন

ফাউন্ডেশন আগত দর্শনার্থীগণকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সমগ্র ফাউন্ডেশনকে ওয়াইফাই জোন করা হবে।

### বারকোডের মাধ্যমে তথ্য সেবা

মুঠোফোনে বারকোড স্ক্যানের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের সেবা ও স্থাপনাসমূহের তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা সহজলভ্য করা হবে।

## ৩.২ চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

ফাউন্ডেশনে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রায় ১৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন বছর মেয়াদী 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ' প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

## ৩.৩ প্রস্তাবিত প্রকল্প

'বাংলাদেশ লোক কারুশিল্প গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সহায়তা' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় হবে আনুমানিক ১৬.১০ (ষোল কোটি দশ লক্ষ) কোটি টাকা। প্রকল্পের উদ্দেশ্যেসমূহ নিম্নরূপ:

দেশব্যাপী কারুশিল্প ও কারুশিল্পীদের উপর জরিপ কার্যক্রম

অদক্ষ কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও গুণগত কারুপণ্য তৈরিতে উৎসাহ প্রদান

লোক কারুশিল্পের উপর গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রদর্শনী আয়োজন

## ৩.৪ কারুপণ্যের বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প ভুবনের অনন্য ও বৈচিত্র্যময় উপাদান লোক ও কারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম। বাঙালির জীবন ধারার হৃদস্পন্দন হচ্ছে দেশের লোকশিল্প ও সংস্কৃতি। এর মাধ্যমে বাংলার জনমানুষের কর্মকুশলতা ও শিল্পনৈপুণ্য ফুটে ওঠে। প্রাচীনকালে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামে গ্রামে উৎপাদিত হতো মৃৎ শিল্প, বাঁশ-বেত শিল্প, তামা কাঁসা পিতল, শীতলপাটি, নকশিকাঁথা, হাতপাখা, কারুশিল্পসহ ইত্যাকার কারুপণ্য। দ্রুত নগরায়ণের প্রভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কারুশিল্পীদের জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে কারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম বাজারজাতকরণের নিমিত্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পর্যটন কর্নারে লোক ও কারুশিল্পের তৈরি পণ্যের প্রদর্শন বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় কারুপল্লীতে তৈরি কারুপণ্যের ব্র্যান্ড এর পরিচিতি তুলে ধরতে বালোকাফা.ডট.কম balokafa.com শিরোনামে কারুপণ্যের বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

শিল্পাচার্য জয়নুল জাদুঘরে স্থাপিত স্যুভিনিয়র সপ্ / বিক্রয় কর্নার

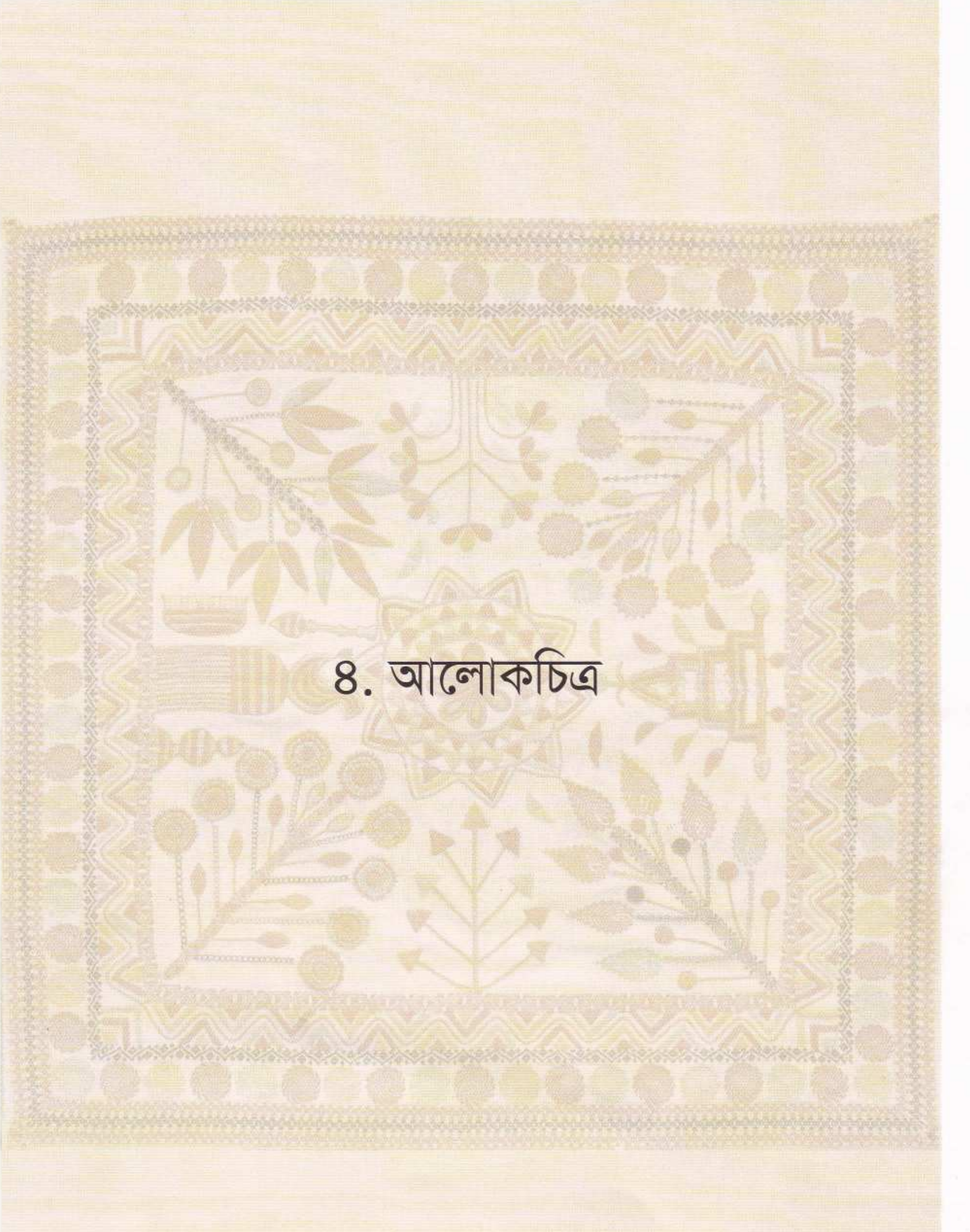

# ৪. আলোকচিত্র

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৯ এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার প্রদান

ফাউন্ডেশন আয়োজিত চৈত্র সংক্রান্তি ও বর্ষবরণ ১৪২৬ উদ্‌যাপন এবং কারুশিল্পী পদক প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সম্মানিত সচিব ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন পরিদর্শনের সময় বিশেষ মুহূর্তে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করেন নারায়ণগঞ্জ-০৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা এমপি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে
বই বিতরণ উপলক্ষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার দিচ্ছেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড.আহমেদ উল্লাহ

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে ফাউন্ডেশন অঙ্গনে বৃক্ষরোপণ করছেন
পরিচালক ড. আহমেদ উল্লাহ

নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজাতে অনুষ্ঠিত 11th International Arts & Crafts ( INAC) তে মান্যবর হাইকমিশনার শামীম আহসানসহ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণ

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব উপলক্ষে 'সোনারগাঁওয়ের লোকাচার' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রবন্ধকার,আলোচক ও ছোট্ট সোনামণিগণ

বর্ষবরণ উৎসব ১৪২৬ উপলক্ষে ফাউন্ডেশন আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মোৎসব ও জাতীয় শিশু দিবসে অনুষ্ঠান

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানমালার একাংশ

মাসব্যাপী মেলায় দারুশিল্পে কর্মরত কারুশিল্পী আবদুল আওয়াল মোল্লা, বীরেন্দ্র সূত্রধর প্রমুখ

ফাউন্ডেশন আয়োজিত কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে হাতপাখা প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলায় শখের হাঁড়িতে কর্মরত কারুশিল্পী সঞ্জয় পাল

লোকজ উৎসব ২০১৯ আয়োজিত অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করছেন সমীর বাউল

ফাউন্ডেশন আয়োজিত গ্রামীণ খেলা প্রদর্শনীতে গাঁয়ের খেলায় জমছে মেলা......২০১৯

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ফাউন্ডেশন আয়োজিত শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৯ এ দর্শনার্থীদের একাংশ

ফাউন্ডেশন আয়োজিত কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কারুশিল্পের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

লোকজ উৎসব ২০১৯ ও মাসব্যাপী মেলায় বাহারি জামদানি বিকিকিনির দৃশ্য

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির সম্মুখে সুশোভিত ফুলের বাগান

ফাউন্ডেশনের মনোরম লেকে দর্শনার্থীদের নৌকায় আনন্দ ভ্রমণের একাংশ

## লোকশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সমূহ

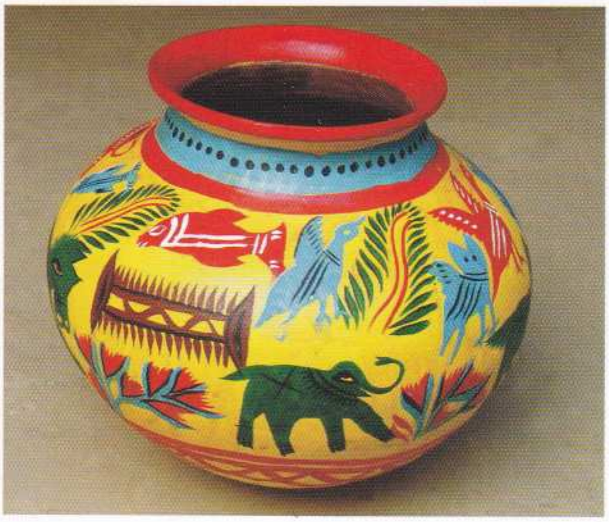

শখের হাঁড়ি

চিত্রিত কাঠের পুতুল

ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশের বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শীতলপাটি

# পরিশিষ্ট-ক

## লোককারুশিল্প মেলা ২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীদের তালিকা

| ক্র:নং | শিল্পীর নাম | শ্রেণি | জেলা | ক্র: নং | শিল্পীর নাম | শ্রেণি | জেলা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | সুশান্ত কুমার পাল<br>সঞ্জয় কুমার পাল<br>মৃত্যুঞ্জয় কুমার পাল | মৃৎশিল্প (শখের হাঁড়ি) | রাজশাহী | ১৬ | হোসেনে আরা বেগম<br>আসমা আক্তার | নকশিকাঁথা শিল্প | সোনারগাঁও |
| ০২ | সুনীল চন্দ্র পাল<br>আরতী রানী পাল | মৃৎশিল্প পোড়ামাটির পুতুল | কিশোরগঞ্জ | ১৭ | মোঃ রমজান আলী<br>শিউলী আক্তার | শতরঞ্জি শিল্প | রংপুর |
| ০৩ | বিপদহরী পাল<br>বসন্ত রাণী পাল | মৃৎশিল্প | ঢাকা | ১৮ | আনোয়ার হোসেন<br>বিউটি বেগম | শতরঞ্জি শিল্প | রংপুর |
| ০৪ | সুবোধ পাল<br>সজিব কুমার | মুখোশ শিল্প | রাজশাহী | ১৯ | সবিতা রানী মোদী<br>অপু মোদী | শীতলপাটি শিল্প | মুন্সিগঞ্জ |
| ০৫ | পরেশ চন্দ্র দাস<br>রাজকুমার দাস | বাঁশ ও বেতশিল্প | নারায়ণগঞ্জ | ২০ | গিতেশ চন্দ্র<br>অজিত চন্দ্র | শীতলপাটি শিল্প | মৌলভী-বাজার |
| ০৬ | গলিবলা<br>অবিনাস রায় | বাঁশ ও বেতশিল্প | ঠাকুরগাঁও | ২১ | মোঃ কাইফু<br>মোর্শেদা আক্তার | পাটজাত শিল্প | রংপুর |
| ০৭ | মনোয়ারা বেগম<br>বাপ্পারাজ উদ্দিন | পাখাশিল্প | চট্টগ্রাম | ২২ | একাব্বর<br>ফিরোজা বেগম | পাটজাত শিল্প | রংপুর |
| ০৮ | শঙ্কর মালাকার<br>নিখিল মালাকার | শোলাশিল্প | মাগুরা | ২৩ | সাহিফা জাহান মায়া<br>রহিম | পাটজাত শিল্প | নারায়ণগঞ্জ |
| ০৯ | গোপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী<br>রতন পাল | শোলাশিল্প | ঝিনাইদহ | ২৪ | লাকী বেগম<br>আলেয়া আক্তার | পাটজাত শিল্প | নারায়ণগঞ্জ |
| ১০ | নয়ন চন্দ্র মালাকার<br>তপন মালাকার | শোলাশিল্প | নওগাঁ | ২৫ | শিউলী খানম<br>রাশেদা বেগম | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বস্ত্রশিল্প | রাঙ্গামাটি |
| ১১ | বীরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর<br>দ্বিপালী রানী সূত্রধর | কাঠের হাতিঘোড়া কারুশিল্প | নারায়ণগঞ্জ | ২৬ | রেহানা বেগম<br>আনোয়ারা নিপবন | মনিপুরী তাঁত | সিলেট |
| ১২ | আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর<br>সন্ধা রানী সূত্রধর | কাঠের হাতিঘোড়া কারুশিল্প | নারায়ণগঞ্জ | ২৭ | দ্বীপন বিশ্বাস<br>সুকান্ত বিশ্বাস | লৌহজা-তশিল্প | নারায়ণগঞ্জ |
| ১৩ | আউয়াল মোল্লা<br>রফিকুল ইসলাম | কাঠের কারুশিল্প | নারায়ণগঞ্জ | ২৮ | সুধন্য চন্দ্র দাস<br>সুবাশ দাস | সরাচিত্র | নারায়ণগঞ্জ |
| ১৪ | জেমস পুই বম | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বস্ত্রশিল্প | বান্দরবান | ২৯ | মানিক সরকার<br>আঃ সাত্তার | তামা, কাঁসা পিতল | ঢাকা |
| ১৫ | মোহাম্মদ আলী<br>রীনা বেগম | জামদানি শিল্প | নারায়ণগঞ্জ | ৩০ | নমিতা চক্রবর্তী<br>রতন পাল | পটচিত্র | ঢাকা |

# পরিশিষ্ট-খ

## লোকজ উৎসবের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানমালা

### উদ্বোধনী অনুষ্ঠানমালা :

আমাদের হাজার বছরের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের স্মারক লোকসঙ্গীত বাংলার চিরায়ত শিল্প। লোকসঙ্গীতের আবেদন চিরন্তন। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের মূলে রয়েছে মাটির ছোঁয়া। গ্রামবাংলার মাটির মানুষের হৃদয়ের কথকথা লোকসঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়। এদেশের লোকসঙ্গীত গণমানুষের হৃদয়লোক থেকে উঠে আসে। হৃদয় লোকেই তার আবেদন। লোকসঙ্গীত বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যে মানুষের মনের কথা, প্রাণের স্পর্শ আর হৃদয়ের আর্তি মিশে আছে। লোকজ উৎসবের মাসব্যাপী আয়োজনে দেশের গণমানুষের হৃদয়ে স্পন্দন জাগাতে এবং বাংলার লোক ঐতিহ্যের অনন্য উপাদানের সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করার প্রয়াসে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মাসব্যাপী বিজয়ের লোকজ উৎসব ২০১৯ উপলক্ষে নানা ধরনের অনুষ্ঠানমালা পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের আছে জারি-সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদী, মারফতি, পল্লীগীতি, লালনগীতি, শাহ আব্দুল করিমের গান, বাউলগান, মাইজভাণ্ডারী এবং হাছন রাজার মতো হাজারো লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডার। লোকজ উৎসবের মাসব্যাপী আয়োজনে প্রতিদিন সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের ভান্ডার থেকে বাউলগান, সেমিনার, যাত্রাপালা, পালাগান, নাটক, লোকসঙ্গীত, লোক নৃত্যনাট্য, কবিতা আবৃত্তি, লোক ছড়াপাঠের আসর, পুথি পাঠের আসর, লোকজ গল্প বলার বর্ণিল ও বর্ণালী অনুষ্ঠানমালা 'সোনারতরী' লোকজমঞ্চে পরিবেশিত হয়। এবছর মেলার প্রধান আকর্ষণ "তামা কাঁসা পিতল " এর বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন। একই সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৬৪ জন প্রথিতযশা কারুশিল্পীর কর্মপরিবেশ প্রদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

### সমাপনী অনুষ্ঠানমালা :

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৯ এর সমাপনী দিনে দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে লোকজ উৎসব উপলক্ষে "প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে বাংলাদেশ" "নৌকা বাঙালির বাহন" "সোনারগাঁয়ের লোকাচার" এবং বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প শীষক ০৪ টি সেমিনার উপস্থাপতি হয়। লোকজ উৎসব উপলক্ষে গ্রাম-বাংলার কারুশিল্পজাত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য মেলা প্রাঙ্গণে ১৭০ টি স্টল ছিল। মেলার বিশেষ আকর্ষণে বাংলাদেশের ৪০ জন কারুশিল্পীর কর্মপরিবেশন ৩২ টি স্টলে পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সৃজনশীল প্রদর্শনী পর্যটকগণের কাছে উপস্থাপন করা হয়। সমাপনী দিনে কর্মরত কারুশিল্পীদের মাঝে সনদ প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্মযজ্ঞ মাসব্যাপী সমারোহপূর্ণ আয়োজন লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব পরিদর্শনে হাজার হাজার দেশি-বিদেশি দর্শকের সমাগম ঘটে। তাঁরা মেলা ও জাদুঘরের প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত নিদর্শনসহ "তামা কাঁসা পিতল" শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী অবলোকনে বাঙালি জাতিসত্তাকে উপলব্দি করার প্রয়াস পান। আগত দর্শনার্থীগণ মেলা ও লোকজ উৎসবে প্রবহমান শৈশব-কৈশোর ও গ্রাম-বাংলার মায়াময় রূপ খুঁজে পান। মাসব্যাপী দীর্ঘ আয়োজনে ছিল আবহমান বাংলার লোকজীবনের লুপ্তপ্রায় দৃশ্যাবলীর প্রদর্শনী। সোনারগাঁ উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায়- নুনতা, কানামাছি, বৌছি, রুমাল চুরি, গোলাছুট, দাঁড়িয়াবাঁধা, ফুলটোক্কাসহ বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাধুলা পরিবেশিত হয়। লোকজ উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে স্নিগ্ধা রীতা, আনিসা, সমীর বাউল, ডেইজি, শশী, অনিমা মুক্তি গমেজ, এস এ আকাশ, আঁখি, ছোট খালেক দেওয়ান, কুদ্দুস বয়াতি, জাহিদ রিপন, আরিফ রহমান, সাগর দেওয়ান, মধু প্রমুখ শিল্পীসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী লোকসংগীত পরিবেশন করেন। ফাউন্ডেশনের স্টল বরাদ্দ থেকে ১৮,৬০,০০০.০০ টাকা, ফরম বিক্রয় থেকে ১৭,৩৩,০০০.০০ টাকা এবং দর্শনার্থী প্রবেশ টিকিট থেকে প্রায় ৫১,৫৫,০০০.০০ টাকা আয় হয়। এছাড়া মাসব্যাপী মেলায় আনুমানিক ০৩ কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী বিকিকিনি হয়েছে বলে জানা যায়।

# পরিশিষ্ট-গ

## অন্যান্য দিবস ও অনুষ্ঠান

### আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে ভাষা শহীদ স্মরণে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও শিশুদের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনীর বিশেষ আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের পাদদেশে জয়নুল পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিদের উপস্থাপনায় আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গান পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি এবং ছোট্ট সোনামণিদের কণ্ঠে ভাষার গান পরিবেশিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

### জাতীয় শিশু দিবস

১৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মোৎসব ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত হয়। এই দিন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৯তম গৌরবোজ্জ্বল জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন নারায়ণগঞ্জ-০৩ আসনের মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শাহীনুর ইসলাম, সোনারগাঁও উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম ভূঁইয়া, উপজেলা পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সোনারগাঁ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, সোনারগাঁও পৌরসভা, প্রেস মিডিয়া, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরের জনগণ। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল শিশু চিত্র প্রদর্শনী ও দেশের প্রথিতযথা শিল্পীদের অঙ্কিত জাতির পিতার প্রতিকৃতি প্রদর্শনী।

বৈকালিক অনুষ্ঠানে সোনারগাঁ উপজেলার বিভিন্ন স্কুল, কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র-ছাত্রী এবং জয়নুল পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু'র ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, শিশুদের কবিতা আবৃত্তি ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ বেতার-টেলিভিশনের স্বনামধন্য শিল্পী ওস্তাদ সোলাইমান, আইনাল হক বাউল ও তার দল এবং লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ। বিপুলসংখ্যক দর্শক বঙ্গবন্ধুর গৌরবোজ্জ্বল ৯৯তম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

### মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

২৬ মার্চ ২০১৯ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী স্বাধীনতা উৎসবের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন নারায়ণগঞ্জ-০৩ আসনের মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, সোনারগাঁ উপজেলা প্রশাসন, সোনারগাঁ উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক মাহ্‌ফুজুর রহমান কালাম, উপজেলা পরিষদ এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সোনারগাঁও পৌরসভা, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু'র স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা শেষে সোনারগাঁ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডকে ফাউন্ডেশনের স্মারক ও ২৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। বৈকালিক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের পাদদেশে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আবৃত্তি, নৃত্য, পুরস্কার বিতরণ এবং দেশাত্মবোধক গানের আসর বসে। জয়নুল পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিরা মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক স্বাধীনতা উৎসবের অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

### চৈত্রসংক্রান্তি

১৪২৬ বঙ্গাব্দ বাঙালির সার্বজনীন উৎসব চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর প্রাঙ্গণে দেশীয় ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী বৈশাখীমেলায় গ্রাম বাংলার কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনী, কারুপণ্য, মিঠাইমণ্ডার সম্ভার ও বর্ষবরণ উৎসবের প্রারম্ভিক দিনে আলোচনা অনুষ্ঠান, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্যসহ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, ভাষাসংগ্রামী কামাল লোহানী।

ফাউন্ডেশনের পরিচালকের সভাপতিত্বে চিরায়ত রীতি অনুযায়ী কচিকাঁচা শিশু-কিশোরদের মঙ্গল আলোকে গানের সুরের মূর্ছনায় মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও মনোজ্ঞ লোকসংগীতের আসর আয়োজনের মাধ্যমে চৈত্রসংক্রান্তি উদযাপিত হয়। স্বনামধন্য লোকসঙ্গীত শিল্পী অনিমা মুক্তি গমেজ, ছোট খালেক দেওয়ান ও জয়নুল পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ অনুষ্ঠানে নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব উপভোগ করেন।

### বাংলা নববর্ষ

বাঙালির রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যের এক অনন্য ধারা দেশের লোক-সংস্কৃতি। শিকড় সন্ধানী লোকজ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে তিনদিনব্যাপী চৈত্রসংক্রান্তি, বৈশাখীমেলা ও বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। এ আনন্দোৎসবের প্রভাতি আয়োজন শুরু হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা ও মনোরম ঝিলের জলে নৌকাবিলাসে একঝাঁক বাউলের গান পরিবেশনের মধ্যদিয়ে।

বাংলা নববর্ষের মাঙ্গলিক আয়োজনের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি এবং তিনি ২০১৮ সালে প্রাপ্ত স্বনামধন্য চারজন কারুশিল্পীর হাতে কারুশিল্পী পদক প্রদান করেন। বৈশাখী মেলায় গ্রামবাংলার কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহীর শখের হাঁড়িশিল্পে সুশান্ত পাল, সঞ্জয় পাল, কারুশিল্পে আব্দুল আওয়াল মোল্লা, বীরেন্দ্র সূত্রধর, শোলাশিল্পে শ্রী শংকর মালাকার, রামপ্রসাদ মালাকার, বাঁশ-বেত কারুশিল্পে শ্রী পরেশ চন্দ্র দাস, হাতপাখা কারুশিল্পে আবুল কালাম, মুন্সিগঞ্জের শীতল পাটি শিল্পে সবিতা রানী মোদী প্রমুখ।

বৈশাখী আনন্দযজ্ঞে ছিল নৃত্যানুষ্ঠান, লালন, হাছন রাজা, শাহ আবদুল করিমের গান, পুঁথি পাঠ এবং জারি-সারিগানের সুরের মূর্ছনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বর্ষবরণ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের 'ময়ূরপঙ্ক্ষী' লোকমঞ্চে জয়নুল পাঠশালার ছোট্র সোনামণিদের নাচ-গান-কবিতা আবৃত্তি ও বাউল গানের আসর বসে। এতে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্য শিল্পী আনিসা, ছোট খালেক দেওয়ান, আইনাল হক বাউল ও তার দল, শিল্পী শশী, কাকলি সরকার প্রমুখ। হাজার হাজার দর্শক বর্ষবরণের অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

# পরিশিষ্ট-ঘ

## প্রশিক্ষণের তথ্য

| ক্র: নং | প্রশিক্ষকের নাম | কারুশিল্পের শ্রেণী | কারুশিল্পীর অঞ্চল | প্রশিক্ষণ স্থান | প্রশিক্ষক | | প্রশিক্ষণার্থী | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | নারী | পুরুষ | নারী | পুরুষ |
| ০১ | শ্রী সুবোধ পাল<br>বিজলী রানী পাল | চিত্রিত টেপাপুতুল | রাজশাহী | রাজশাহী | ০১ | ০১ | ০৯ | ০২ |
| ০২ | বাসন্তী রানী সূত্রধর<br>রীতা রানী সূত্রধর | নকশি হাতপাখা | সোনারগাঁও | ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স | ০২ | -- | ১১ | -- |
| ০৩ | শামীম হাসান কাইফু<br>মোর্শেদা বেগম | পাটজাত শিল্প | সোনারগাঁও | ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স | ০১ | ০১ | ১১ | -- |
| ০৪ | হোসনে আরা বেগম<br>আসমা আক্তার | নকশিকাঁথা | সোনারগাঁও | ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স | ০২ | -- | ১১ | -- |
| ০৫ | বিশ্বনাথ পাল<br>অমূল্য পাল | টেপাপুতুল | জয়পুরহাট | জয়পুরহাট | -- | ০২ | ০৮ | ০৩ |
| ০৬ | আরিফা খাতুন<br>মনোয়ারা বেগম | তালপাতার হাতপাখা | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ০২ | -- | ১১ | -- |
| ০৭ | দোলা মারমা<br>পাইলিপ্রু | কোমর তাঁত | বান্দরবান | বান্দরবান | ০২ | -- | ১১ | -- |
| | | | | মোট | ১০ | ০৪ | ৭২ | ০৫ |

# পরিশিষ্ট-ঙ

## পদকপ্রাপ্ত লোক ও কারুশিল্পীদের তালিকা

| সাল | পদকপ্রাপ্ত কারুশিল্পী ও জেলা | কারু পণ্য |
|---|---|---|
| ২০১০ | শ্রী সুশান্ত কুমার পাল, রাজশাহী | শখের হাঁড়ি |
| | মিসেস হোসেনে আরা বেগম সোনারগাঁও | নকশি কাঁথা |
| | শ্রী আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর সোনারগাঁও | কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া পুতুল |
| ২০১৫ | জনাব মো. রমজান আলী, রংপুর | শতরঞ্জি |
| | জনাব মো. শাহজাহান মিয়া, টাঙ্গাইল | বাঁশ-বেত |
| ২০১৬ | শ্রীমতি সবিতা রানী মোদী, মুন্সিগঞ্জ | শীতল পাটি |
| | শ্রী সুধন্য চন্দ্র দাস, নারায়ণগঞ্জ | সরাচিত্র |
| | মো. মানিক সরকার কুমিল্লা | তামা-কাঁসা-পিতল |
| | মিসেস সুফিয়া আক্তার ঢাকা | ঢাকার পাটের শিকা |
| ২০১৭ | শ্রী শংকর মালাকার, মাগুরা | শোলার কারুশিল্প |
| | জনাব শাহ আলম মিয়া, নারায়ণগঞ্জ | জামদানি |
| | শ্রী বিশ্বনাথ পাল, নওগাঁ | টেপাপুতুল |
| ২০১৮ | শ্রীমতি সুচিত্রা রানী (মরোণত্তর), সোনারগাঁও | নকশি হাতপাখা |
| | শ্রী সুবোধ কুমার পাল, রাজশাহী | কাগজের মুখোশশিল্প |
| | থুই চাং মা খেয়াং, বান্দরবান | বয়ন শিল্প |
| | জনাব আবুল কালাম (মরোণত্তর) চট্টগ্রাম | তালপাতা হাতপাখা |

# পরিশিষ্ট-চ

## সংগৃহীত কারুশিল্প

| কারুশিল্পীর নাম | নিদর্শনের নাম | সংখ্যা |
|---|---|---|
| মানিক সরকার | ঘটি (পিতল) | ০১ টি |
| | পাতিল (পিতল) | ০১ টি |
| | পাতিল (পিতল) | ০১ টি |
| | গ্লাস (পিতল) | ০১ টি |
| | ঘি পট (পিতল) | ০১ টি |
| | আটকোণ ডিব্বা (পিতল) | ০১ টি |
| | বুদ্ধা সট (পিতল) | ০১ টি |
| | গণেশের মাথা (পিতল) | ০১ টি |
| | বড় তালা (পিতল) | ০১ টি |
| | ছোট তালা (পিতল) | ০১ টি |
| | আয়না (পিতল) | ০১ টি |
| | বড় নকশি প্লেট (পিতল) | ০১ টি |
| | কৃষ্ণ মূর্তি (পিতল) | ০১ টি |
| গীতেশ চন্দ্র দাস | নকশি বড় শীতলপাটি | ০২ টি |
| | নকশি রানার | ০৬ টি |
| অজিত কুমার দাস | ছোট শীতলপাটি এবং ওয়ালম্যাট | ১০টি |
| আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর | কাঠের ঘোড়া (বড়) | ০১ টি |
| সুবোধ কুমার পাল | মুখোশ (কাগজ) | ০১ টি |
| সুশান্ত কুমার পাল | শখের হাঁড়ি (মাটির) | ০১ টি |
| শংকর মালাকার | শোলার পাখি | ০১ টি |
| | শোলার ঝাঁপি ফুল | ০১ টি |
| সুচিত্রা রানী | নকশি হাতপাখা (বড়) | ০১ টি |
| বাসন্তি রানী সূত্রধর | নকশি হাতপাখা (মাঝারি) | ০৪ টি |
| সন্ধ্যা রানী সূত্রধর | নকশি হাতপাখা (বড়) | ০৩টি |
| পরেশ চন্দ্র দাস | বেতের তৈরি নকশি হাতপাখা | ০১ টি |
| থুই চাংম্রা খেয়াং | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পোশাক | ০১ টি |
| | সংগৃহীত নিদর্শন সংখ্যা | ৪৬ টি |

# পরিশিষ্ট-ছ
## আয়-ব্যয়ের হিসাব

বিষয়: লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব

| আয় ২০১৮-১৯ | | | ব্যয় ২০১৮-১৯ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | খাতের নাম | টাকার পরিমাণ | ক্রমিক নং | খাতের নাম | টাকার পরিমাণ |
| ১ | সরকারি অনুদান | ৩৪,১৫১,০০০.০০ | ৮ | বেতন ও ভাতাদি বাবদ সহায়তা | ২১,৫১১,৫৭৯.৩৭ |
| ২ | প্রবেশ ফি | ২১,৮৩৫,৫০০.০০ | ৯ | পণ্য ও সরবরাহ সেবা বাবদ সহায়তা | ১২,১৭০,৯৫০.২৮ |
| ৩ | মেলার স্টল | ৩,৬৪৪,৫৫৪.০০ | ১০ | অনুষ্ঠান উৎসবাদি | ১১,৬৯৬,৬৭৩.৯৮ |
| ৪ | ইজারা | ২,৭৮৪,৭৭৫.০০ | ১১ | আনুতোষিক | ৫,৬৩৬,৪২৬.৩২ |
| ৫ | আবাসিক ভবন থেকে প্রাপ্ত ভাড়া | ১,৪০৪,৬৫৪.০০ | ১২ | নিরাপত্তা | ৫,৭৫৪,৭১০.০০ |
| ৬ | স্টল ভাড়া | ৯৯৯,৬০০.০০ | ১৩ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | ৯২৩,৪২২.২১ |
| ৭ | বিবিধ | ১,৬৩৮,১৭৩.৭৩ | ১৪ | অন্যান্য ব্যয় | ৮,৭৮০,০৬০.০০ |
| | সর্বমোট আয় = | ৬৬,৪৫৮,২৫৬.৭৩ | | সর্বমোট ব্যয় = | ৬৬,৪৭৩,৮২২.১৬ |

# পরিশিষ্ট-জ

চলমান প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য

## প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার

**প্রধান উদ্দেশ্য :**

- জাদুঘর ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক ঐতিহ্যবাহী লোক কারুশিল্পের নিদর্শন দ্রব্যের প্রদর্শন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা
- ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণের মাধ্যমে সুবিধা বৃদ্ধি করে অধিক সংখ্যক দর্শনার্থীর ফাউন্ডেশন পরিদর্শন নিশ্চিত করা
- ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ, গবেষণা, ডকুমেন্টেশন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার্থে অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- লোক ঐতিহ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে দর্শনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

৪. প্রকল্পের মেয়াদ : আরম্ভঃ জানুয়ারি ২০১৯ সমাপ্তঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৪৭২৬.০৮(একশত সাতচল্লিশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ আট হাজার) লক্ষ টাকা

৬.প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ :

| | |
|---|---|
| ক) জাদুঘর ভবন নির্মাণ | জ) মাটির নীচে পানির রিজারভার নির্মাণ |
| খ) অডিটোরিয়াম ভবন নির্মাণ | ঝ) ৬ ইঞ্চি ডিপ টিউবলসহ পানি সরবরাহ লাইন বসানো |
| গ) লোকজ রেস্তোরাঁ কাম স্যুভেনির সপ নির্মাণ | ঞ) বহির বৈদ্যুতিকরণ |
| ঘ) বাংলো (রেস্ট হাউজ) নির্মাণ | ড) পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা নির্মাণ |
| ঙ) লোকজ ঘাট নির্মাণ | ঢ) লেক পুনখনন |
| চ) সাব স্টেশন এবং জেনারেটর কক্ষ নির্মাণ | ত) লেকের পাড় রক্ষা |
| ট) সাইট (মেলার ময়দান) ডেভলপমেন্ট | থ) ১০০ফুট সেতু নির্মাণ |
| ঠ) পায়ে চলার রাস্তা নির্মাণ | দ) জাদুঘরের গ্যালারি ডেকোরেশন |
| ছ) পাম্প হাউজ নির্মাণ | ট) সাইট (মেলার ময়দান) ডেভলপমেন্ট ইত্যাদি। |

**৭. বর্তমান অবস্থা:**

- গত ২২.০১.২০১৯ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৫.০৩.২০১৯ তারিখে পাওয়া গেছে।
- গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সয়েল টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে।
- স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভৌত অঙ্গসমূহের বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন এবং গণপূর্ত দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক প্রাক্কলন প্রণয়ন কাজ চূড়ান্ত হয়েছে।
- গত ২৬.০৮.২০১৯ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ভৌত নির্মাণ কাজের ইজিপিতে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।
- জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। জনবল নিয়োগের নিমিত্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে।

# প্রকল্পের নকশা

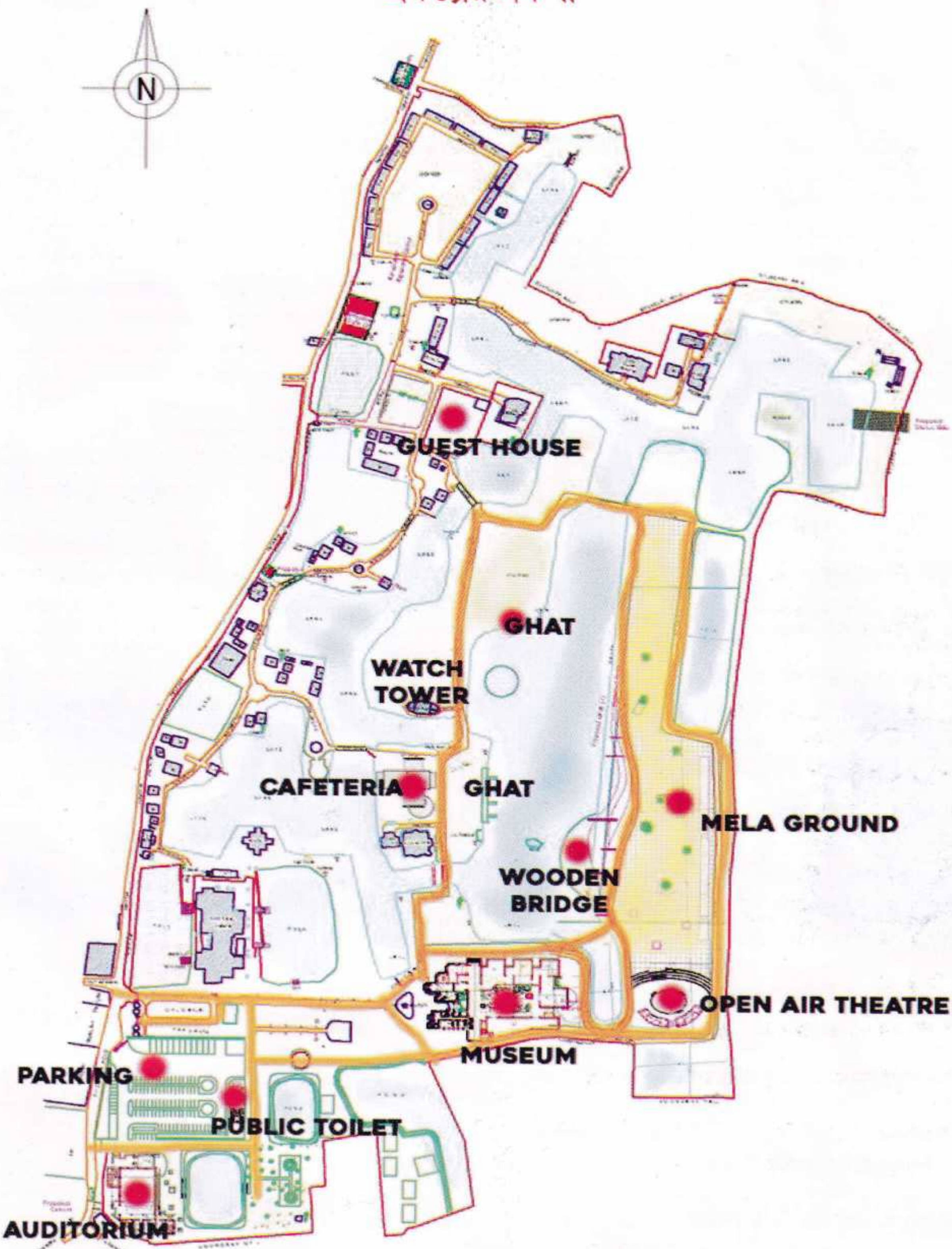


SITE PLAN
SONARGAON FOLK & CRAFT MUSEUM COMPLEX

ঐতিহাসিক বড় সর্দারবাড়ির সন্মুখে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ